প্রথম আলো

তারিখ ..26 OCT 2016...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপাচার্য নিয়োগ

উচ্চশিক্ষার প্রশাসন দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখুন

উপাচার্য পদে নিয়োগ অতিমাত্রায় দলীয় রাজনীতিনির্ভর হয়ে ওঠার অভিযোগ নতুন নয়। তবে আগের চেয়ে এখন তা আরও বেশি জোরালো। প্রক্রিয়াটি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে বিভিন্ন দেশের অনুসরণে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে উপাচার্য সন্ধান কমিটি গঠনের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে সেই বিধানটি আঁতুড়ঘরেই মারা হয়। সরকারি খাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য নিয়োগে শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা জরুরি। সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করার লক্ষণ না দেখায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

চারটি শীর্ষ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর) উপাচার্য নিয়োগেও ১৯৭৩ সালের আইনের শর্তাবলি মানা হচ্ছে না। আবার বাদবাকি ৩১টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন আলাদা হলেও তা দুর্বল। সরকার যাকে খুশি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করতে পারে। চারটি শীর্ষ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসহ সব স্তরের শিক্ষক নিয়োগদাতা সিলেকশন বোর্ড চলে সংবিধিতে। সিন্ডিকেটে পাস হওয়া সংবিধি অবৈধ থাকবে যদি না তা সিনেটে পাস হয়। সিন্ডিকেট ও সিনেটে অর্ধশতাধিক 'নির্বাচিত' শিক্ষকের আসন রয়েছে। উভয় সংস্থারই প্রধান উপাচার্য। সুতরাং এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা চাইলে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনও পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেখানে বিরাট ঘাটতি আছে। *প্রথম আলোর* সাম্প্রতিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে স্পষ্ট যে সরকারপ্রধানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিপ্রায়ই সব সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫ বছর ও রাজশাহীতে ১৫ বছর ধরে কোনো উপাচার্য প্যানেল না হওয়া দুর্ভাগ্যজনক।

উপাচার্য নিয়োগে ক্রমবর্ধমান দলীয় বিবেচনা বন্ধ করতে প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় আইনের আমূল পরিবর্তন। এ ক্ষেত্রে দুটো আশু পদক্ষেপ প্রত্যাশিত। প্রথমত, ১৯৭৩ সালের আইনের বিধানাবলিতে উপযুক্ত সংশোধনী আনা এবং তা বাস্তবায়ন করা। দ্বিতীয়ত, সরকারি ও বেসরকারি নির্বিশেষে উপাচার্য নিয়োগে একটি সমন্বিত অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দ্রুত রুগ্‌ণ রাজনীতিমুক্ত করুন। অন্যথায় উচ্চশিক্ষার বিপর্যয় অনিবার্য। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই অপ্রিয় বাস্তবতা বিবেচনায় নেওয়া ভালো যে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দূরে সরাতে গিয়ে এখন মিত্র বিবেচনা করা শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি ও টানাপোড়েন তীব্র হচ্ছে। সুস্থ জাতি গঠনে গুণগত মানসমৃদ্ধ উচ্চশিক্ষা চাই। আর তা নিশ্চিত করতে এখন উপাচার্য নিয়োগে অস্বচ্ছতা বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।